প্রকৃত্যাখ ধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই স্থানে এই নিযুক্ত করিবার কর্ত্তারূপে ব্রহ্মাকেই উল্লেখ করিয়াছেন। বহির্ম্মুখজীবগণেরও সাক্ষাৎ ভক্তি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই সেইরূপে লক্ষণাময় কষ্টকল্পনা দ্বারা শ্রবণাদি ভক্তিঅঙ্গসমূহেরও বর্ণাশ্রমধর্ম্মমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীপাদ্ দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীহরিকথা-শ্রবণাদিরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে একটা সংশয় উপস্থিত হয় যে, শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বর্ণাশ্রমেরই অঙ্গ—এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্যই শ্রীজীবগোস্বামীপাদ্ এতগুলি সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। সেই সকল সিদ্ধান্তের সারমর্ম্মও এই যে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্রিগুণময় কর্ম্মবিদ্যা। আর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণা ভক্তি ত্রিগুণগুহ্যবিদ্যা। অতএব কর্ম্মবিদ্যা ও গুহ্যবিদ্যার স্বরূপগত পার্থক্য থাকিলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণন প্রসঙ্গে যে শ্রবণাদি লক্ষণাভক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবগণেরও সঙ্গসিদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচিলাভের সম্ভাবনা আছে এবং সেই রুচিলক্ষণাভক্তি হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধভক্তিতে প্রবেশের যোগ্যতা ঘটিতে পারে—এই অভিপ্রায়েই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণন প্রসঙ্গেও হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভক্তিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের অন্য স্থানেও যে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগমিশ্রভক্তির উপদেশ আছে, সেই সকল উপদেশেরও তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সঙ্গসিদ্ধা ও আরোপসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে বিশুদ্ধভক্তিতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা হইতে পারে—এই অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোনও উপদেশবাক্যে অন্যমিশ্রাভক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিজ্ঞাবাক্য এই যে—এই শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছারূপ কষ্টতাশূন্য পরমধর্ম্ম বর্ণিত হইবেন এবং সেই পরমধর্ম্মটি কি—তাহাও শ্রীসূত গোস্বামীপাদের বাক্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

অর্থাৎ মানবমাত্রের সেইটিই পরমধর্ম্ম—যে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ শ্রীহরিতে অহৈতুকী অপ্রতিহতাভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, এবং যে ভক্তিদ্বারা আত্মা (জীব বা চিত্ত) সুন্দর প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। এই প্রমাণের দ্বারা অহৈতুকী ভক্তিই যে পরধর্ম্ম, তাহা বেশ সুন্দরভাবেই বুঝা যায়। অথচ সেই অহৈতুকীভক্তিলক্ষণ পরধর্ম্মই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য।